না থেকেও থাকা

মখদুম আজম মাশরাফী

অসমাপ্ত কাজ ফেলে যাবো।
যাবার মূহুর্ত যেদিন কড়া নাড়বে দরোজায়,
ত্রস্ত ব্যস্ততায় দরোজায় লাগিয়ে তালা হাতে নেবো চাবি, যেনো
আবার আসবার স্বপ্ন ধরা থাকবে মুঠোয়।
যদিও জানি এ যাবার ফেরা নেই
এ শুধু এক লক্ষ্যে যাত্রা.. ফেরতহীন..।
যারা এখানে আমার একদা থাকার চিহ্নে রাখবে চোখ,
রাখবে পরশ, স্মৃতিমগ্ন ভালবাসা পরিস্ফুট করবে অধর যুগলে,
তাদের জন্যে আমার অতীত খুলে রাখবে
বিগত দিনের আনন্দ-পল, ভালবাসা-প্রেম
চলে না যাবার আপ্রান ইচ্ছে;
সবকিছু এলোমেলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রইবে জীবাণুর মত।
যেনো খুব সহজেই ধরে বসবে অসুখ,
চড় চড় করে চড়বে জ্বর- প্রথমে মনোবনে
তারপর পরিপূর্ণ বনাঞ্চলে; রোদ নিভে নামবে ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি।
সন্ধ্যা নামার আগেই ছায়াচ্ছন্ন হয়ে যাবে আদিগন্ত পৃথিবী।
পায়ে পায়ে নামবে রাত, ঘন ঝি ঝি ডাকা গা ছম ছম রাতের গভীরে
বিজলীর কৃপাণ চিরে চিরে দেবে ভারী কালো মখমলের নিশি আবরন।
মুষল বৃষ্টির বল্লমের শানিত ফলা বিদীর্ন করবে
মন আর বনভুমি।
আমি এখানে ছড়িয়ে থাকবো ভেজা বাতাসে,
ঘুরে ঘুরে ছুয়ে যাবো ডালপালা , পাখ-পাখালী, মেঘ আর আকাশ।
যেনো "সবচেয়ে বেশী নেই" এর হাহাকার হয়ে
প্রবেশ ও নিষ্ক্রমন করবো বনাণীর নিশ্বাসে প্রশ্বাসে।
কেউ কি আমার জন্যে অন্ধকারে চোখ খুলে চেয়ে থাকবে
কোন নির্ঘুম প্রতীক্ষায়? বুঝি থাকবে, খুব সম্ভবতঃ থাকবে না।
কিন্তু আমার একদা এখানে থাকার সব পরশ, সব উষ্ণতা,
যত সব ধুলি মলিন অদৃশ্য অতীত
নিশ্চই পড়ে থাকবে এখানে
কারও কোন শূন্যতা অশূন্যতাকে অগ্রাহ্য করে।
আর আমি অনতিক্রম্য দুরত্বে দাঁড়িয়ে খুব বেশী হারানোর
সুখ-বিষন্ন বৈভবে চিত্তচোখে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখবো
বিগত দিনাবলীর অপসৃত চিত্রবর্ণ,
তার বর্নিল রেখাঙ্কনে গড়া নানান আদল,
বন্ধুপ্রবন মুখ, সুরভী ব্যকুল বাগান বিন্যাস, জলাঞ্চল, পাখী
আর কলকাকলিময় সূর্য্যছোঁয়া কনককান্তি।
আমি না থেকেও থাকবো এখানে, খুব গভীর, নিবিড়, ঘন হয়ে;
থাকবো পল-অনুপল, কনা-বিন্দু অথবা রেনু ধুলির ঘ্রান ও রঙে।

মেলবর্ন, ৬ জুন ২০১২